কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ঝুঁকি নিরূপণ এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক নিরীক্ষণ

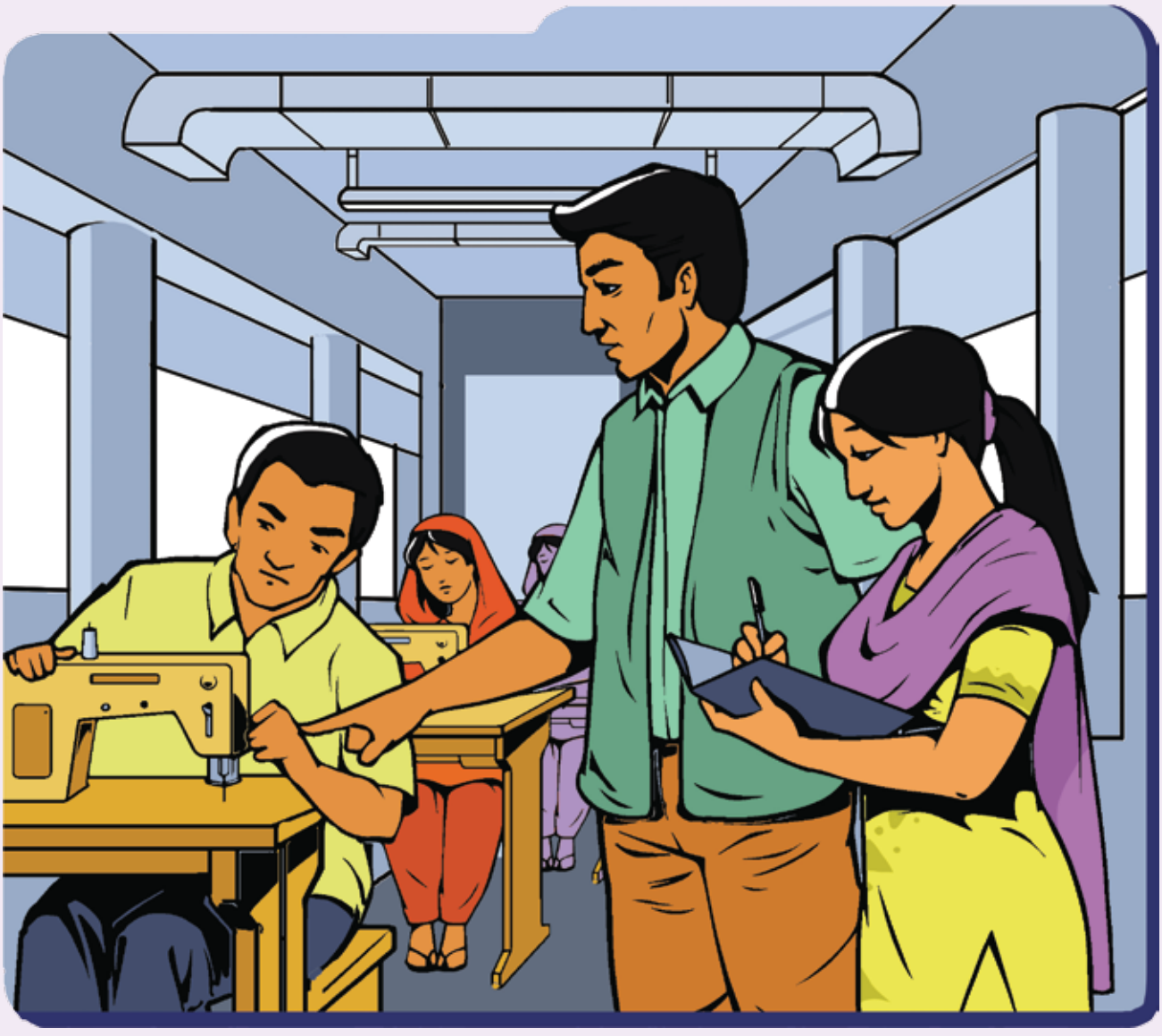

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ঝুঁকি নিরূপণ সেইফটি কমিটি'র প্রধান কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম (বিএলআর ৮৫, তফসিল-৪)। যে অবস্থাসমূহ (Situation) থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা পূর্বেই চিহ্নিত করা এর অন্যতম (বিএলআর ৮৫, তফসিল-৪) উদ্দেশ্য।

ঝুঁকি নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কারখানা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত উপাদান/অবস্থার তালিকা প্রস্তুত করা, সেগুলোর বিপদের মাত্রার অগ্রাধিকার নির্ণয় করা এবং উক্ত বিপজ্জনক অবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্ধারণ করা। এসব কাজ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন যার ফলে প্রতিদিন ইহা করা সম্ভব নয়। শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী ৩ মাসে অন্তত একবার এ কাজটি করতে হবে। এসব কাজ করার জন্য বিভিন্ন নির্ণায়ক এবং পদ্ধতি রয়েছে।

কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতিকে উন্নততর করতে প্রচলিত উপাদানসমূহ কাজে লাগানো যেতে পারে (যেমন: অন্যান্য ফ্যাক্টরি অথবা সেক্টরাল প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে)। নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত:

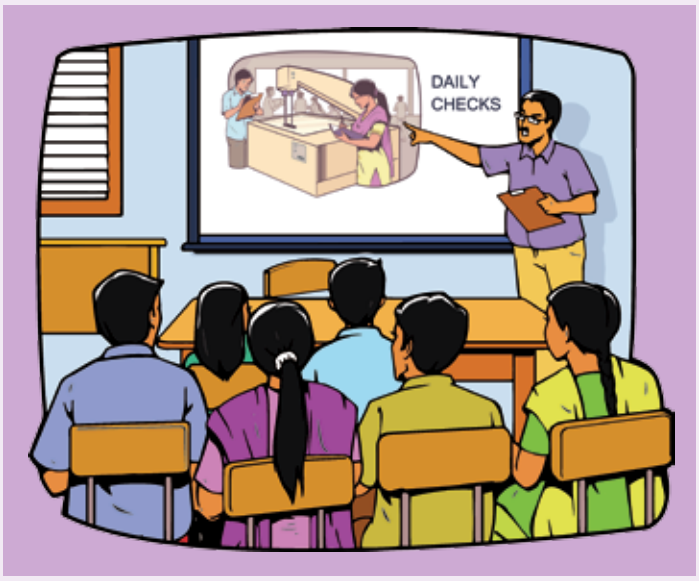

- সেইফটি কমিটি'র সদস্যগণ অবশ্যই ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং সেগুলোর তথ্যসমূহ একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সংরক্ষণ করবে।
- কারখানার প্রত্যেক সেকশনে ঝুঁকি নিরূপণ ব্যবস্থা থাকবে।
- যেসব ঝুঁকি চিহ্নিত হয়েছে তা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম কী হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং উচ্চমাত্রার ঝুঁকিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যে ঝুঁকিতে মৃত্যু/গুরুতর আহত হবার সম্ভাবনা থাকে সেসকল ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- এসব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের কৌশল অবশ্যই হিসাবে ঝুঁকি নিরূপণ তথ্য অথবা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যের/প্রক্রিয়া হালনাগাদ করতে হবে।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা তফসিল-৪ অনুযায়ী ঝুঁকি নিরূপণ পরিচালনা করতে একটি চেকলিস্টের প্রয়োজন। উপকারিতা : প্রচলিত বিপজ্জনক অবস্থা এবং তার নিয়ন্ত্রণ কৌশল ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; ঝুঁকি নিরূপণ পরিচালনাকারী ব্যক্তি শুধু চিহ্নিত বিপজ্জনক অবস্থার ওপর টিক চিহ্ন দিবেন।
- পূরণকৃত চেকলিস্টটি নির্দিষ্ট কারখানার ঝুঁকি নিরূপণের কাজে ব্যবহৃত হবে; ব্যক্তি/পরিচালনাকারী ব্যক্তি তালিকার দিকে নয় বরং ঝুঁকিসমূহের দিকে নজর দিবেন; প্রত্যেকটি চিহ্নিত ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং এর নিরূপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাসিক ও ত্রৈমাসিক নিরীক্ষণ : বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ মাসিক অথবা ত্রৈমাসিকভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে যাতে তা পুনরায় না ঘটে।

মাসিক ও ত্রৈমাসিক নিরীক্ষণ ঝুঁকি নিরূপণের চেয়ে কম ব্যাপক হবে।

পরিদর্শন : একটি দল সেই কর্মপরিবেশ পরিদর্শন করবে যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে থাকে। যে পরিস্থিতিসমূহের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় না, এই বিষয়সমূহকে দৈনিক ও সাপ্তাহিক নিরীক্ষণের আওতায় আনা হয় না।

মালিক/ব্যবস্থাপককে নির্ধারণ করতে হবে কে কোন বিষয়টি নিয়ে নিরীক্ষা করবে (উদাহরণস্বরূপ : অগ্নি নিরাপত্তা, অগ্নি নির্বাপক, রাসায়নিক, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি)।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid from the British people
International Labour Organization